জীবনের জন্য বিজ্ঞান

"শেখ হাসিনার দর্শন, সব মানুষের উন্নয়ন"

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

BANGLADESH COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH (BCSIR)

৩২৯-তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত

সভার তারিখ: ১৮.০৩.২০২১ খ্রিঃ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

আলোচ্যসূচি-৫: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর উচ্চশিক্ষা নীতিমালা-২০২০ খসড়া অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত: 'উচ্চশিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন কমিটি'র **সুপারিশ অনুযায়ী** 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর উচ্চশিক্ষা নীতিমালা-২০২০' সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হল।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর উচ্চ শিক্ষা নীতিমালা, ২০২০

১. প্রেক্ষাপট:

১.১ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) দেশের সর্ববৃহৎ বহুমুখী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দেশের চাহিদা ভিত্তিক প্রায়োগিক গবেষণা (Applied Research)-কে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বিসিএসআইআর-এ কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারিগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিসিএসআইআর আইন, ২০১৩ এর ধারা ২০-এর আলোকে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বর্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিসিএসআইআর-এ কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারীগণের উচ্চশিক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রেষণ অথবা শিক্ষাছুটি মঞ্জুরসহ সামগ্রিক কার্যক্রমকে সহজীকরণের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি সমন্বিত নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর উচ্চ শিক্ষা নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হলো।

১.২ এই নীতিমালা "বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর উচ্চ শিক্ষা নীতিমালা, ২০২০" নামে অভিহিত হবে।

২. নীতিমালার উদ্দেশ্য:

বিসিএসআইআর-এ কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে বিশ্বমানের গবেষণার পরিবেশ ও সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

৩. নীতিমালার আওতা:

৩.১ এই নীতিমালার আওতায় উচ্চ শিক্ষা বলতে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা/মাস্টার্স/এম.ফিল/ পিএইচডি/পোস্ট-ডক্টরাল- কে বুঝাবে।

৩.২ এই নীতিমালা বিসিএসআইআর-এ কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩.৩ এই নীতিমালার আওতায় বিসিএসআইআর-এ কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/ অনুমতি সাপেক্ষে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে/ বিদেশের বিভিন্ন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৩.৪ এই নীতিমালার আওতায় আবেদনকারীকে বিসিএসআইআর-এ তাঁর চাকরীকালে মাস্টার্স/ এমফিল/পিএইচডি কোর্সের প্রতিটির জন্য প্রেষণ বা শিক্ষাছুটি একবার অনুমোদন দেয়া যাবে।

৩.৫ এই নীতিমালার আওতায় বিসিএসআইআর-এ কর্মরত মোট জনবলের সর্বোচ্চ ১০% জনবল একাধারে শিক্ষাছুটিতে এবং প্রেষণে থাকতে পারবে।

৩.৬ এই নীতিমালার আওতায় উচ্চ শিক্ষার জন্য গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ যথাসম্ভব দেশের চাহিদা ভিত্তিক এবং বিসিএসআইআর-এর গবেষণার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

৪. আবেদনের যোগ্যতা:

৪.১ আবেদনকারীর চাকুরী স্থায়ী হতে হবে।

৪.২ কোন বিজ্ঞানী/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৪.৩ কোন বিজ্ঞানী/কর্মচারী বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় লঘুদন্ড বা গুরুদন্ড প্রাপ্ত হলে উক্ত শাস্তির মেয়াদ যথাক্রমে ১ (এক) বছর বা ২(দুই) বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করতে পারবেন না।

৪.৪ উচ্চশিক্ষা কোর্স সমাপ্তি এবং অবসরোত্তর ছুটি (পি আর এল)-তে গমন এ দুইয়ের মাঝে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছর কর্মকাল থাকলেই কেবল উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করা যাবে।

৪.৫ কোন বিজ্ঞানী/কর্মচারীর একটি পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে তিনি পুনরায় পিএইচডি ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৫. উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেষণ:

৫.১ পূর্ণবৃত্তিতে (full scholarship) অথবা ফেলোশিপে সম্পাদনযোগ্য উচ্চশিক্ষা কোর্সের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ণ মেয়াদে প্রেষণ মঞ্জুর করা যাবে। বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত কোন প্রকল্প হতে অথবা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশী/বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত দাতাসংস্থা/সরকার অনুমোদিত ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত বৃত্তি অথবা ফেলোশিপ পূর্ণবৃত্তি হিসেবে গণ্য হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না ।

৫.২ কোন বিজ্ঞানী/কর্মচারী সমগ্র চাকরি জীবনে উচ্চশিক্ষার জন্য একবারে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর (দেশে বা বিদেশে) প্রেষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। কোর্সের প্রয়োজন অনুযায়ী একাদিক্রমে (in continuation) সর্বোচ্চ ০৪ (চার) বছর এবং পরবর্তীতে ০১ (এক) বছর পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে এ জাতীয় প্রেষণ প্রদান করা যাবে। প্রেষণ প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞানী/কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণ হতে হবে।

৫.৩ প্রেষণের জন্য নির্ধারিত পাঁচ বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করা না গেলে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময়ের জন্য বিদ্যমান প্রযোজ্য বিধি বিধান অনুযায়ী ছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

৬. বিবিধ:

৬.১ দেশে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত অবস্থায় অধ্যয়ন/গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য বিদেশ গমনের প্রয়োজন হলে প্রচলিত নিয়মে বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে প্রয়োজনীয় পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৬.২ উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির সনদ/প্রমাণক কর্মস্থলে যোগদানের ৩(তিন) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিসিএসআইআর-এর বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.৩ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর নামের সাথে পিএইচডি ডিগ্রির স্বীকৃতি স্বরূপ উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গবেষণা অভিসন্দর্ভের (Thesis/Dissertation) একটি কপি, সনদপত্র ও ছুটি/প্রেষণের অনুমাতিপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ পিএইচডি ডিগ্রিধারীকে তার নামের সাথে উক্ত ডিগ্রি/উপাধি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবে।

৬.৪ কোন কোর্সের একটি অংশ যদি সরকার স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানে বা তাদের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন প্রতিষ্ঠানে এবং বাকি অংশ বিদেশে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সমাপনযোগ্য হয়, সে ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রেষন/শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

৬.৫ কোন বিজ্ঞানী/কর্মচারী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেষণ/শিক্ষাছুটি মঞ্জুরের পর এই মর্মে একটি বন্ড প্রদান করবেন যে, তিনি অনুমোদিত প্রেষণ/শিক্ষাছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করলে কিংবা যোগদানের পর উক্ত মঞ্জুরীকৃত প্রেষণ/শিক্ষাছুটির দ্বিগুণ সময় বিসিএসআইআর-এ চাকুরি না করে পদত্যাগ করলে তিনি কোর্সে অধ্যয়ন/গবেষণারত থাকাকালীন পরিষদ থেকে অর্থ হিসেবে যে পরিমান বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত হয়েছেন সেই পরিমান অর্থ এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতি বছরের প্রেষণ/শিক্ষাছুটির জন্য ২(দুই) লক্ষ টাকা হারে বিসিএসআইআর/সরকারকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় তা সরকারি দাবি হিসেবে তার নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

৬.৬ প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/অসাধারণ ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানী/কর্মচারী প্রশিক্ষণ বা উচ্চশিক্ষার জন্য একসাথে ৫ (পাঁচ) বছরের বেশি প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/অসাধারণ ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত তার নিজ পদ হতে যদি অনুপস্থিত থাকেন, তবে তার ক্ষেত্রে বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

৭. কর্মকালীন উচ্চশিক্ষা:

দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সম্পন্নকৃত উচ্চশিক্ষা কর্মকালীন উচ্চশিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ধারা-৪ এ উল্লেখিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কর্মকালীন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৮. নীতিমালার প্রাধান্য:

এই নীতিমালা প্রয়োগে কোন জটিলতা দেখা দিলে অথবা অস্পষ্টতা থাকলে সরকারের এতদসংক্রান্ত নীতিমালা/বিধিমালা প্রাধান্য পাবে।

৯. নীতিমালা লংঘনের ফলাফল:

এ নীতিমালা লংঘনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০. নীতিমালার কার্যকারিতা:

পরিষদের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার পর অনতিবিলম্বে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

২২-০৩-২০২১

বেনজীর আহাম্মেদ
উপ-সচিব
বিসিএসআইআর, ঢাকা।